কুষ্টিয়ায় ফেনসিডিল রাখার দায়ে ২ ভাইয়ের কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের ৪৩ বোতল ফেনসিডিল রাখার মামলায় বাহাদুর শেখ (২৮) কে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। একই সাথে তাকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ১ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। একই মামলার অপর আসামি বাহাদুরের ছোট ভাই রুবেল শেখ (২৭)কে ৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

সোমবার (১৮ জুলাই) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. তাজুল ইসলাম এই রায় দেন। মামলার দুই আসামি পলাতক থাকায় তাদের অনুপস্থিতিতেই রায় ঘোষণা করেন আদালত।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রাপ্ত বাহাদুর শেখ দৌলতপুর উপজেলার মুথরাপুর গ্রামের ইমদাদুল শেখ এর ছেলে এবং রুবেল শেখ তারই ছোট ভাই। কুষ্টিয়া জজ আদালতের পিপি অ্যাড: অনুপ কুমার নন্দী কারাদণ্ডের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মামলার এজাহার সুত্রে জানা যায়, ২০১৮ সালের ১৮ আগষ্ট গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থানার মুথরাপুর গ্রামের কবরস্থানের পাশের পাকা সড়কের উপর অভিযান চালিয়ে ৪৩ বোতল আমদানী নিষিদ্ধ ভারতীয় ফেন্সিডিল সহ বাহাদুর শেখ এবং তার ছোট ভাই রুবেল শেখকে গ্রেফতার করে দৌলতপুর থানা পুলিশ । ওই ঘটনায় দৌলতপুর থানার এসআই সাইফুল ইসলাম বাদি হয়ে ওই দিনই মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দৌলতপুর থানায় বাহাদুর শেখ এবং তার ছোট ভাই রুবেল শেখের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। এই মামলায় দীর্ঘ তদন্ত শেষে বাহাদুর এবং রুবেলের বিরুদ্ধে চুড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেন দাখিল করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা।

দীর্ঘ শুনানি শেষে সোমবার বিজ্ঞ আদালত আসামী বাহাদুর শেখকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং তার ছোট ভাই রুবেল শেখকে ৫ বছরের কারাদন্ডাদেশ প্রদান করেন।

কুষ্টিয়া জজ আদালতের পিপি অ্যাড: অনুপ কুমার নন্দী বলেন, মামলা চলাকালিন সময় আসামিদ্বয় জামিনে মুক্তি পেয়ে পালিয়ে যায়। যার কারণে তাদের অনুপস্থিতিতেই আদালত রায় ঘোষণা করেন।

# [redacted]

[redacted]

র্যাব-১২, সিপিসি-১ কুষ্টিয়া ক্যাম্পের কোম্পনি কমান্ডার স্কোয়াড্রন লিডার মোহাম্মদ ইলিয়াস খান স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি সূত্রে র্যাবের দাবি করেন।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন- কুষ্টিয়া পৌর এলাকার থানাপাড়ার মৃত আব্দুল হামিদের ছেলে মো. কাজী সোহান শরিফ (৪৪) ও কুষ্টিয়া পৌর এলাকার চর কুঠিপাড়ার মৃত খন্দকার হারুন অর রশিদের ছেলে খন্দকার আশিকুর রহমান জুয়েল (৪০)।

গ্রেপ্তারের বিষয়টি সাংবাদিকদের নিশ্চিত করেছেন র্যাব -১২ সিপিসি-১ এর কোম্পানি কমান্ডার স্কোয়াড্রন লিডার মো. ইলিয়াস খান। পরে গ্রেপ্তার আসামিদেরকে মামলাটির তদন্তকারী সংস্থা পাবনা ঈশ্বরদী লক্ষীকুণ্ডা নৌ-পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

কুষ্টিয়ায় জেলা প্রশাসন ও ভোক্তা অধিকারের যৌথ অভিযান ৮০ হাজার টাকা জরিমানা

ক্ষতিকর মাত্রায় পারদ (মার্কারি) ও হাইড্রোকুইনোন থাকায় ১৭টি রং ফর্সাকারী ক্রিম বিক্রি নিষিদ্ধ করেছে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)।

সোমবার (১৮ জুলাই) কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসন এবং জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয় যৌথ অভিযান পরিচালনা করে এসব ক্ষতিকর কসমেটিকস বিক্রির অভিযোগে দুইটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করেছে।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কাজী শারমিন নেওয়াজ ও জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল।

তারা জানান, বিএসটিআই কর্তৃক নিষিদ্ধ ক্ষতিকর মার্কারি ও

হাইড্রোকুইনোনযুক্ত বিভিন্ন ব্রান্ডের রঙ ফর্সাকারী ক্ষতিকর স্কিন ক্রিম বিক্রয়ের অপরাধে কুষ্টিয়া শহরের বড় বাজারের বজলু স্টোরকে ৪০ হাজার টাকা এবং জাহাঙ্গীর স্টোর কে ৪০ হাজার জরিমানা করা হয়। একই সাথে বিপুল পরিমাণ ক্ষতিকর স্কিন ক্রিম ধ্বংস করা হয়।

অভিযানে সহায়তা করেন জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) সুলতানা রেবেকা নাসরীন, জেলা কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মাঠ পরিদর্শক জিয়া হায়দারসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা।

সম্প্রতি, ক্ষতিকর মাত্রায় পারদ (মার্কারি) ও হাইড্রোকুইনোন থাকায় ১৭টি রং ফর্সাকারী ক্রিম বিক্রি নিষিদ্ধ করেছে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)। খোলাবাজার থেকে বিভিন্ন ধরনের রং ফর্সাকারী স্কিন ক্রিমের নমুনা সংগ্রহ করে বিএসটিআইয়ের ল্যাবে পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষা শেষে ১৭টি স্কিন ক্রিমের নমুনায় মাত্রাতিরিক্ত মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর মার্কারি ও হাইড্রোকুইনোনের উপস্থিতি পাওয়া যায়। ফলে এসব ক্রিম উৎপাদন, আমদানি, বিপণন ও বিক্রয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বিডিএস অনুযায়ী সর্বোচ্চ মাত্রা ১ পিপিএম ও হাইড্রোকুইনোনের সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য মাত্রা ৫ পিপিএম থাকার কথা। অথচ ১৭টি ক্রিমেই মার্কারির মাত্রা ৪০ পিপিএম থেকে ২২২ পিপিএম ছাড়িয়েছে। আর আনিজা কসমেটিকসের আনিজা গোল্ড ও বাংলাদেশের নাটোরের গোল্ড কসমেটিকস ইন্ডাস্ট্রিজের গোল্ডে হাইড্রোকুইনোন পাওয়া যায় ৮ থেকে ৩০ পিপিএম। নুর গোল্ড কসমেটিকস, পাকিস্তানের নুর হারবাল বিউটি ক্রিমে মার্কারির পরিমাণ ২২২ দশমিক ২১ পিপিএম। লাওয়া ইন্টারন্যাশনাল পাকিস্তানের পাস্ক ক্রিমে মার্কারির পরিমাণ ২১৯ দশমিক১৩ পিপিএম।

কুমারখালীতে নিহত কলেজছাত্রের

মরদেহ নিয়ে স্বজনদের বিক্ষোভ মিছিল, গ্রেপ্তার ১

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে নয়ন কুমার সরকার (২২) নামের এক কলেজছাত্রকে পিটিয়ে হত্যার প্রতিবাদে মরদেহ নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার দুপুরে উপজেলার নন্দনালপুর ইউনিয়নের নন্দনালপুর বাজার এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলে নিহতের স্বজন, প্রতিবেশী ও শত শত গ্রামবাসী উপস্থিত ছিলেন।

মিছিল শেষে ইউনিয়নের হাবাসপুর বহলার চরে লাশটি মাটিচাপা দেওয়া হয়। নিহত যুবক ইউনিয়নের নন্দনালপুর গ্রামের যগেশ কুমার সরকারের ছেলে ও আলাউদ্দিন আহমেদ ডিগ্রি কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র।

মিছিলে বিক্ষোভকারীরা বলেন, ‘কলেজছাত্র নয়নকে কৌশলে ডেকে নিয়ে পিটিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। আমরা ঘাতকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।’

এদিকে কলেজছাত্র নয়ন কুমার সরকারকে হত্যার অভিযোগে মো. আলম
(৩৮) নামের একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার রাতে জেলার খোকসা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে আজ দুপুরে আদালতের মাধ্যমে আসামিকে কারাগারে পাঠায় পুলিশ। আলম নন্দনালপুর ইউনিয়নের বাঁশআরা গ্রামের মো. মুন্সীর ছেলে।

পুলিশ ও নিহতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, নন্দনালপুর ইউনিয়নের বাঁশআড়া গ্রামের করিম আলীর মেয়ের সঙ্গে কলেজছাত্র নয়ন কুমার সরকারের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। পারিবারিকভাবে নয়নকে শাসন করা হয়েছিল। এ নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে বিরোধ চলছিল।

এরই মধ্যে গত শনিবার মধ্যরাত থেকে নিখোঁজ ছিলেন নয়ন। নিখোঁজের পরদিন গতকাল রোববার ভোররাতে নন্দনালপুর ইউনিয়নের সোন্দাহ নতুনপাড়া মাঠের মধ্যে সড়কের পাশ থেকে নয়নকে অবস্থায় পাওয়া যায়। খবর পেয়ে স্বজনেরা উদ্ধার করে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে পাঠান। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে পাঠান। পরে ওই দিন দুপুরে ঢাকা যাওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। পরে মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায় পুলিশ।

এ ঘটনায় কলেজছাত্রের বাবা হত্যার অভিযোগে গতকাল রোববার রাতে কুমারখালী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় প্রেমিকার চাচাসহ ৮ জনকে আসামি করা হয়।

নিহতের বাবা যগেশ কুমার সরকার বলেন, ‘করিমের মেয়ের সাথে প্রেমের সম্পর্ক ছিল নয়নের। এ নিয়ে করিমের পরিবার হুমকি দিয়ে আসছিল। প্রেমের জেরেই ছেলেকে আসামিরা ডেকে নিয়ে হাতুড়ি, লোহার রডসহ বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্র দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছে। থানায় মামলা করেছি। উপযুক্ত বিচার চাই আমি।

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান তালুকদার বলেন, প্রেম সংক্রান্ত ঘটনার জেরে হত্যার অভিযোগে থানায় মামলা করেছেন নিহতের বাবা। এরই মধ্যে একজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। বাকি আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

জমি কিনে বে-কায়দায় কোটচাঁদপুরের লক্ষিকুন্ড-বালিয়াডাঙ্গা ইক্ষু ক্রয় সমিতির সদস্যরা

জমি কিনে বে-কায়দায় পড়েছেন লক্ষিকুন্ড-বালিয়াডাঙ্গা ইক্ষু ক্রয় সমিতির সদস্যরা। মালিক বিক্রিত জমি রেজিষ্ট্রি না করে দিয়ে দখল করার নীল নকশা করছেন বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীদের। এ অবস্থা চলছে কোটচাঁদপুর উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা গ্রামে।

সমিতির সাবেক সভাপতি আব্দুল মুকিত খান বলেন,১৯৯১ সালের দিকে সাবদারপুর এলাকায় আখের চাষ হত বেশ । এ কারনে প্রয়োজন হয়ে পড়ে,একটা ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রের। ডাকা হয় লক্ষিকুন্ড, বালিয়াডাঙ্গা সহ ৮ গ্রামের মানুষকে। সিদ্ধান্ত হয় ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্র করার। এরপর চলে জমির খোঁজ।

সে সময় জমির মালিক মঈন উদ্দিন মন্ডল জমি দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। দাবি করেন জমি বাবদ ৪৫ হাজার টাকা। এরপর সবার কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে দেয়া হয় ওই জমির মালিককে। জমিটি ছিল বালিয়াডাঙ্গা মৌজার। যার খতিয়ান নাম্বার ২০৯, আর দাগ নাম্বার ৫১। জমির পরিমাণ ছিল ৬৩ শতক।

ঐই জমিতেই প্রতিষ্ঠা করা হয় লক্ষিকুন্ড- বালিয়াডাঙ্গা ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রটি। এরপর ওই জমি রেজিষ্ট্রি করার জন্য বললে,জমির মালিক বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে কাল ক্ষেপন করতে থাকে। কিছু দিন পর তিনি মারা যান। এরপর ওই জমির ওয়ারিশগণরা জমি রেজিষ্ট্রি না করে দিয়ে দখল নিতে নীল নকসা করতে থাকেন। এ অবস্থায় বিষয়টি নিয়ে আমরা আদালতের শরাপন্ন হই। যা এখনও আদালতে চলমান রয়েছে। এরপরও তারা জমি দখল নিতে বিভিন্ন টাল-বাহানা অব্যহত রেখেছেন।

এ ব্যাপারে জমির মালিকের ছেলে চুটিয়ার রহমান জানান, ওই জমি আমার পিতা তাদের কাছে বিক্রি করেনি। তিনি মিলের সঙ্গে ভাড়ার চুক্তি করেছিলেন। সে চুক্তি নামা আমাদের কাছে আছে। চুক্তি অনুযায়ী প্রতি মাসে ২৫ শ টাকাও আমরা নিয়ে থাকি। তবে জমি নিয়ে মামলা হওয়ার পর, মিল পক্ষ ভাড়া দিচ্ছে না। আর আমরাও জোরাজুরি করছিনা।

তিনি আরো বলেন, ওই জমির নিয়ে যে,মামলা আদালতে চলছিল, তাঁর রায়ও আমরা একবার পেয়েছি। এরপরও আমরা দখলে যেতে পারছিনা।কারন তারা ক্ষমতা দেখিয়ে দখল করে রেখেছেন।

বিষয়টি নিয়ে সাবদারপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান জানান, ঘটনাটি আমি জানি। তবে তারা এ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কেউ আমার কাছে আসেনি। আসলে বসে মিমাংসা করা যায় কিনা দেখা যেতে পারে।

অদ্বৈতবাদ ধর্মের প্রবক্তা মেহেরপুরের স্বামী নিগামানন্দ

নিজস্ব ধর্মের প্রবক্তা স্বরস্বতি নিগামানন্দের অনুসারীদের পদচারনায় মুখরিত থাকে কুতুবপুরের বিশাল মন্দির। শুধু বাংলাদেশ

এছাড়া দেবতার নামে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় ১২ টি আশ্রম রয়েছে। এছাড়া রয়েছে স্কুল, কলেজসহ বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

ভারতীয় উপমহাদেশের বিখ্যাত এই গুরু মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর গ্রামের ভূবন মহন চট্টোপধ্যয় এবং মা মানিক সুন্দরীর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা জীবন শেষে কিছুদিন চাকুরীও করেছেন। পরে চাকুরী ছেড়ে উপমহাদেশের বিভিন্ন তীর্থস্থানে ঘুরেছেন। গভীর জ্ঞান নিয়ে ফিরে আসেন কুতুবপুরের পিত্রালয়ে। ১৩৩২ সালে কুতুবপুরে একটি বিশাল মন্দির নির্মাণ করে উপাসানলয় হিসেবে। সারা বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল, নেপাল ও শ্রীলংকা থেকে প্রতিবছর প্রচুর ভক্ত আসেন।

মন্দিরের সেবায়েত শ্রী লক্ষিকান্ত ব্রমচারী জানান, দেশের বিভিন্ন আশ্রমে প্রায় ৪৫ জন সেবায়েত এখন বয়সের ভারে নুয়ে পড়লেও শুধু মাত্র ধর্মীয় অনূভূতির কারনে বিয়ে না করে এ ধর্ম পালন করছেন।

মেহেরপুরে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৪ আসামী গ্রেফতার

মেহেরপুর ও গাংনী থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৪ আসামী গ্রেফতার হয়েছে।

আসামীদের মধ্যে সদর থানা পুলিশ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার ২ জন ও গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১ ও সিআর মামলায় ১ জন আসামী গ্রেফতার করেন।

রবিবার সকাল থেকে আজ সোমবার (১৮ জুলাই) ভোররাত পর্যন্ত সদর ও গাংনী উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পৃথক অভিযান চালিয়ে এসব আসামীদের গ্রেফতার করেন পুলিশ।

গাংনী থানর অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ অভিযানে নেতৃত্ব

দেন। পুলিশ সুপারের কন্ট্রোল রুম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ সোমবার (১৮ জুলাই) আদালতের মাধ্যম মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

অভিযুক্ত ধর্ষণের চেষ্টাকারী লম্পট গিয়াস গ্রেফতার

দর্শনার ছয়ঘরিয়া গ্রামে ৫ বছর বয়সী এক শিশু কন্যাকে (৫) ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় দর্শনা থানায় প্রতিবেশী এক সন্তানের জনক গিয়াস উদ্দিন ওরফে গ্যাসটনের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় একটি মামলা রুজু করা হয়েছে।

ঘটনার সাথে জড়িত অভিযুক্ত গিয়াস উদ্দিন ওরফে গ্যাসটনকে (২৭) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া গ্রামের বাগান পাড়ায়।

অভিযোগে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ঝাঝাডাঙ্গা গ্রামের বাগান পাড়ার সোলাইমান মন্ডলের ছেলে লম্পট গিয়াস উদ্দিন গ্যাসটন শনিবার দুপুর ১২ টার দিকে প্রতিবেশী একই ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া গ্রামের বাগানপাড়ার এক দিন মুজুরীর ঘরে প্রবেশ করে।

এসময় ঘরে ঘুমিয়ে ছিল গৃহকর্তার ১১ বছর বয়সী এক শিশু পুত্র ও পাশেই বসে খেলা করছিল ৫ বছর বয়সী শিশু কন্যা। এসুযোগে লম্পট গিয়াস উদ্দিন ওরফে গ্যাসটন শিশু কন্যা সানজিদাকে (ছদ্মনাম) ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। এতে শিশু কন্যার গোঙড়ানীতে পাশে ঘুমিয়ে থাকা ভাইয়ের ঘুম ভেঙ্গে গেলে ধর্ষণের চেষ্টাকারী লম্পট গিয়াস উদ্দিন ওরফে গ্যাসটন পালিয়ে যায়।

এসময় তার মা ও বাবা বাড়ি ফিরলে শিশু পুত্র ঘটনার বর্ণনা জানান। এ ঘটনা জানার পর লম্পট গিয়াস উদ্দিন ওরফে গ্যাসটনের বিরুদ্ধে

দর্শনা থানা পুলিশে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিত্বে ঘটনা যান দর্শনা থানা পুলিশ। আর ঘটনার পর থেকে এলাকা থেকে গাঁ-ঢাকা দেয় লম্পট গিয়াস উদ্দিন ওরফে গ্যাসটন।

এরই একপর্যায় রাত ১০ টার দিকে গিয়াস ওরফে গ্যাসটন বাড়ি ফেরার পথে স্থানীয় লোকজন তাকে ধরে পুলিশে খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছে তাকে গ্রেফতার করে থানা হেফাজতে নেয়। রাতেই শিশু কন্যার মা বাদী হয়ে অভিযুক্তর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় যৌন নীপিড়ণের অভিযোগ তুলে মামলা দায়ের করেন।

এ মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এস,আই নীতিস বলেন, এ ঘটনায় শিশু কন্যার মা বাদী হয়ে দর্শনা থানায় যৌন নীপিড়ণের অভিযোগে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গাংনীতে ৮০ বোতল ফেনসিডিলসহ ফেনসিডিল কারবারী আটক

৮০ বোতল ফেনসিডিলসহ সাগর হোসেন ওরফে ওরফে আরজু (৩২) নামের এক ফেনসিডিল কারবারীকে আটক করেছে ভবানীপুর পুলিশ

আটক সাগর হোসেন কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার আল্লার দর্গা পশ্চিমপাড়া এলাকার মকছেদ আলীর ছেলে।

রবিবার দিবাগত রাত ১০ টার দিকে বামন্দী বেতবাড়িয়া সড়কের ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্সকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা এ অভিযান পরিচালনা করেন।

মাদকদ্রব্য উদ্ধারের ঘটনায় গাংনী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা হয়েছে। আগামীকাল সোমবার সকালে আটক সাগরকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।

দর্শনায় চুরিকৃত ট্রাক ফরিদপুর ভাঙ্গা থেকে উদ্ধার

দর্শনায় বাসস্ট্যান্ড থেকে চুরিকৃত ট্রাক ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা থেকে উদ্ধার করেছে ট্রাকের মালিকপক্ষ। গতকাল রোববার ভোরের দিকে ২জোড়া চাকা, ব্যাটারী ও তেলের ট্যাংকি খালি অবস্থায় ট্রাকটি উদ্ধার করা হয়।

চুরিকৃত ট্রাকের মালিক দর্শনার সিকদার মটরসের সত্বাধীকারী হাবিবুর রহমান জানান, কোরবানী ঈদের দুইদিন আগে গত ৮ জুলাই ট্রাকটি দর্শনা বাসষ্ট্যান্ডের আরম মার্কেটের গ্যারেজে রাখেন।

সকলের অজান্তে গত বুধবার ১৩ জুলাই দিবাগত রাতে আন্ত:জেলা চোর চক্রের সদস্যরা ট্রাকটি চুরি করে নিয়ে যায়। পরদিন বৃহস্পতিবার সকালের দিকে ট্রাকটি যথাস্থানে দেখতে না পেয়ে সিসি টিভির ফুটেজ দেখে বুঝতে পারেন রাত ১২ টা ৪২ মিনিটের দিকে চোরেরা ট্রাকটি চুরি করে নিয়ে গেছে। অনেক খুজাখুজি করেও ট্রাকটির হদিস না পাওয়ায় ওই দিনই তিনি দর্শনা থানায় একটি জিডি করেন।

ট্রাক চুরি হওয়ার ৩ দিনের মাথায় গত শনিবার সন্ধ্যার দিকে একটি মোবাইল ফোন নম্বর থেকে বিল্লাল হোসেন নামে পরিচয় দিয়ে বলেন, ভাই আপনার কি কোন ট্রাক চুরি হয়ে গেছে, যার রেজিঃ নং ঢাকামেট্রো ট-২০-৭৮৭৬। ট্রাকটি ব্যাটারী ও চার চাকা খোলা অবস্থায় ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা-বরিশাল সড়কের একটি নির্রমানাধীন তেল পাম্পের অদুরে পড়ে আছে। এ খবর পেয়ে তিনি দর্শনা থানা পুলিশকে জানান। পরে ওই রাতেই তিনি পুলিশকে সাথে নিয়ে গতকাল ভোর সাড়ে চার টার দিকে চুরিকৃত ট্রাকটি উদ্ধার করা হয়। ট্রাকটি থানা হেফাজতে রয়েছে।

দর্শনা থানার ওসি এএইসএম লুৎফুল কবির চুরিকৃত ট্রাকটি উদ্ধারের ঘটনা সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। এদিকে, দর্শনা থানা এলাকায় একের পর এক চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি হওয়ায় এলাকায় জনমনে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে।